দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2-2 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বরিশালে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র কম শিক্ষক বেশি

সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে

॥ দিটন বাশার, বরিশাল অফিস ॥

বরিশাল নগরীর ৫টি স্কুলসহ দেশের ২৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। এ সব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী কম থাকলেও শিক্ষক রয়েছে বেশি। তাদের পিছনে বছর পর বছর সরকারকে বিপুল টাকা গচ্ছা দিতে হয়। নগরীর পিকে কালীবাড়ি স্কুলে শিক্ষক আছেন ৪ জন। ছাত্র মাত্র ৮/১০ জন। প্রতিদিন ২/৩ জনের বেশি ছাত্র ঐ স্কুলে আসে না। তাদের জন্যই ৪ শিক্ষককে বেতন দিতে হচ্ছে। চকবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ৩ জন। সরকারী হিসাবে ঐ স্কুলে ২০ ছাত্র থাকলেও বাস্তবে কোন ছাত্র-ছাত্রীর হদিস নেই। অপর একটি স্কুল এথারএসএম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানেও যথানিয়মে শিক্ষক ৪ জন। খাতাপত্রে ছাত্র-ছাত্রী ৭০ জন। বাস্তবে নেই ৩০ জনও। বটতলায় হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঐ স্কুলে শিক্ষক থাকলেও কাগজেকলমে মাত্র ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। নগরীর নিউ সার্কুলার রোডের গান্ধী বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা প্রায় একই। সেখানে ৬ জনের বেশি শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীও নেই। স্কুলের মূল ভবন নেই। ভাড়া করা একটি বাড়িতে চলছে সরকারী এ বিদ্যালয়টির কার্যক্রম। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেই বাসায় ফিরে যান। প্রতিদিন স্কুলে আসারও প্রয়োজন হয় না। ঐ বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছিল; কিন্তু তৎকালীন উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ রহস্যজনক কারণে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে রাজি হননি। নতুন করে সরকার দেশের ২৭২টি বিদ্যালয় চিহ্নিত করায় নগরীর এ ৫টি স্কুল আলোচনায় এসেছে। শিক্ষা কর্মকর্তারাও গ্রামের স্কুলগুলোও নিয়মিত পরিদর্শনে যান না। নগর সংলগ্ন চরমোনাই ইউনিয়নের একাধিক স্কুলে গত ৫ বছরে কোন শিক্ষা কমকর্তার পা পড়েনি। এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ রেজাউল করিম জানান, নদীবেষ্টিত এলাকাগুলোতে শিক্ষা কর্মকর্তারা কম পরিদর্শনে যান- এ রকম অনেক নজির রয়েছে।